বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ৬৯ নং আইন)

Fisheries Research Institute Ordinance, 1984 রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতনভাবে আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপিল নং-৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত সময়কালের অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে বাংলায় নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Fisheries Research Institute Ordinance, 1984 (Ordinance No. XLV of 1984) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাপূর্বক সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) ‘‘ইনস্টিটিউট’’ অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(২) ‘‘কর্মচারী’’ অর্থ ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(৩) ‘‘কাউন্সিল’’ অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৩ নং আইন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৪) “চেয়ারম্যান” অর্থ পরিচালনা বোর্ড এর চেয়ারম্যান;

(৫) “তহবিল” অর্থ ইনস্টিটিউটের তহবিল;

(৬) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৭) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৮) “বোর্ড” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড;

(৯) “মহাপরিচালক” অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক; এবং

(১০) “সদস্য” অর্থ পরিচালনা বোর্ডের কোন সদস্য।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) Fisheries Research Institute Ordinance, 1984 (Ordinance No. XLV of 1984) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয়

৪। (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহ জেলা সদরে থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক কেন্দ্র বা উপ-কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে।

কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন

৫। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইনস্টিটিউটের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্তরূপ কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে ইনস্টিটিউট, অনতিবিলম্বে কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মতামত কাউন্সিলকে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল তদকর্তৃক প্রদত্ত কোন সুপারিশ বা পরামর্শ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে বা উক্ত বিষয়ে নূতন কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৬। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি বোর্ডের অধীন ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, পরিচালনা

বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী

৭। ইনস্টিটিউট নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) মৎস্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করা;

(খ) মৎস্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নিরাপদ খাদ্য হিসাবে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষ ও অর্থনৈতিক পন্থা উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা;

(গ) গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের মৎস্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সহিত সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা;

(ঘ) মৎস্য বিষয়ক সেমিনার, সভা, প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করা;

(ঙ) দেশি ও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত ক্ষেত্রমত যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান ও গ্রহণ করা;

(চ) গবেষণা বিষয়ক গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করা; এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

পরিচালনা বোর্ড

৮। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী বা উভয়ই, যদি থাকেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যাহারা বোর্ডের কো-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) স্পিকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন সংসদ সদস্য;

(ঘ) সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, যিনি বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(ঙ) উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়;

(চ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(ছ) সদস্য (কৃষি, পানি সম্পদ ও পলল্লী প্রতিষ্ঠান), পরিকল্পনা কমিশন;

(জ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর;

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত দুইজন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বা পরিচালক;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুই জন প্রতিনিধি, তাহাদের মধ্যে একজন হইবেন বিশিষ্ট মৎস্যজীবী এবং অপরজন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সম্পর্কিত বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি; এবং

(ঠ) মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ যে কোনো সময় চেয়ারম্যানের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ মনোনীত কোনো সদস্যকে তাহার দায়িত্ব হইতে যে কোনো সময় অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা বোর্ডের কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রূটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না।

বোর্ডের কার্যাবলী

৯। পরিচালনা বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) ইনস্টিটিউটের নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(গ) ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন;

(ঘ) সরকারের নিকট হইতে বা অন্য কোন উৎস হইতে অনুদান গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

(ঙ) ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

(চ) বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন; এবং

(ছ) উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রস্তাব অনুমোদন।

বোর্ডের সভা

১০। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।